Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

24 November 2023 / 10 Jamadil Awal 1445H

ধর্মীয় গ্রন্থ বোঝার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার চর্চা করা

الحَمدُ لِلَّهِ الذِي يُرِيدُ بِعِبَادِهِ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِهِمُ العُسْرَ، وَحَذَّرَهُم مِنَ التَّشَدُدِ والتَّنَطُّعِ وَالكُفْرِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً كَافِلَةً لِحُسْنِ الخِتَامِ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ مُبَلِّغُ الشَّرَائِعِ وَالأَحْكَامِ وَمُبَيِّنُ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَفضَلَ صَلاَةٍ وَأَزكَى سَلاَمٍ، فَيَا عَبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

জুম্মায় আগত ইসলাম ধর্মাবলম্বী সকল ভাই ও বোনেরা,

আসুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সকল নির্দেশ পালন করে এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থেকে আমরা আরো ধার্মিক হয়ে উঠি। আমরা যেন আমাদের জন্য যা উপকারী সেই জ্ঞান অর্জন করতে পারি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার নির্দেশিত সেই পথে থাকতে পারি যে পথ মহান আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলার পছন্দের পথ। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

সম্মানিত মুসুল্লীবৃন্দ,

আমাদের নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) যে শিক্ষা আমাদের জন্য রেখে গেছেন তার আলোকে মানুষ এই পৃথিবীতে এমনভাবে জীবন যাপন করতে পারে যেখানে ধর্ম হতে পারে এই পৃথিবী এবং পরকালের মধ্যে অবস্থিত একটি সেতু তুল্য।

ধর্মীয় বইগুলিতে আমরা যা পড়ি মুসলমান হিসাবে আমাদের উচিত তার যথার্থ অর্থ বোঝার চেষ্টা করা। পবিত্র কোর আন শরীফ ও হাদীস কেবলমাত্র কাগজের পাতায় লিখিত কয়েকটি বই-ই নয়। সেগুলিকে বুঝতে হলে সেই লেখাগুলির সারমর্ম বা নির্যাস এবং অর্থ বোঝা দরকার।

জুম্মায় আগত সম্মানিত মুসুল্লীবৃন্দ,

বর্তমানে প্যালেস্টাইনে যে সংঘর্ষ বিদ্যমান রয়েছে যেখানে আমরা অবলোকন করছি প্রতিদিন হাজার হাজার নিরীহ মানুষের নির্মম মৃত্যু। এর কারণ হচ্ছে, বর্তমানে ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত আছেন, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি কোন শ্রদ্ধা না রেখে সেগুলিকে অমান্য করে ক্ষমতার আগ্রাসন এবং অত্যাধিকতা প্রদর্শন করা। এটা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য।

আমরা মহান আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলার নিকট মোনাজাত করি তিনি যেন বিশ্বের নেতাদেরকে এই সমস্যার একটি যথাযথ সমাধানে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগে পথ প্রদর্শন করেন এবং গাজা এবং প্যালেস্টাইনের মানুষের ওপর সংঘটিত দুর্বিসহ অত্যাচারের একটি শান্তিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটে।

যদিও এ ব্যাপারে আমাদের মন কষ্টে ভারাক্রান্ত, এ ব্যাপারে আমরা সত্যিই অসহায় হয়ে আছি। যেটা আমরা এখন করতে পারি তা হলো, আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলার নিকট হাত তুলে মোনাজাত করা এবং যেভাবে যতটা সম্ভব এই অসহায় নিপীড়িত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া। যাইহোক, এই মুহূর্তে সেখানে যা ঘটছে তা দেখার পর কিছু মুসলমান আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখিত বক্তব্যের সহজ এবং একপেশে অনুমানমূলক বক্তব্য ও ব্যাখ্যা প্রদান করে যাচ্ছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসব দেখা যায় যেখানে তারা এই জাতীয় ঘটনাকে কিয়ামত দিবসের সংগে সংযুক্ত করে ফেলে। এইসব বক্তব্য যদি সঠিক ও স্পষ্ট কোন সূত্রের ওপর ভিত্তি করে না বলা হয় তবে সেগুলি আমাদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থগুলিতে যেসব কথা বলা আছে সেগুলির সংগে সংগতিপূর্ণ হয় না বিধায় তা সমাজে নানাবিধ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে থাকে।

মাঝে মাঝে এইসব ভুল বোঝার কারণে কিছু মানুষ হতাশ হয়ে দুনিয়া জগতের সব কাজে অবহেলা দেখায় এবং কিয়াম তের দিনের আগমনের প্রস্তুতিস্বরূপ শুধুমাত্র ধর্মীয় কর্মকান্ডে গভীরভাবে মনোনিবিষ্ট করে থাকেন।

এটা ঠিক যে, এখন এই মুহূর্তে মধ্য প্রাচ্যে যা ঘটছে তার কোন ব্যাখ্যাই আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ কোরান বা হাদীসের সংগে মেলে না যেগুলিতে পৃথিবীর শেষ দিন কেমন হবে সে সম্পর্কে ইংগিত দেয়া আছে।। আসলে, কিছু কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন গোষ্ঠী তাদের চরমপন্থী এজেন্ডা গুলিকে প্রচার করার জন্য এইসব ঘটনাগুলিকে ব্যবহার করে থাকে।, তাদের মাত্রাহীণ কর্মকান্ডকে ন্যায্য এবং সঠিক প্রমাণ করার জন্য আমাদের ধর্ম গ্রন্থের বক্তব্যগুলির অপব্যবহার করে থাকে।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে মাত্র কয়েক বছর আগেই আইসিস নামের একটি দল তাদের কালো পতাকা এজেন্ডার সমর্থনে এবং তাদের নিষ্ঠুর কাজগুলিকে ন্যায্য ও সঠিক প্রমাণ করার জন্য আমাদের কোরানের আয়াত ব্যবহার করেছে। অথচ এই ধরণের কাজকে আমাদের ধর্মগ্রন্থে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

তাই, আমাদের মুসলমানদের খুব সাবধান থাকা দরকার যখন কোন আয়াতের অস্পষ্ট ও সাধারণ কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এই ব্যাখ্যাগুলিকে চিরন্তন সত্য বলে মেনে নেয়া ঠিক না। আমাদের বোঝা দরকার যে এই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা সম্পর্কে সাবধান থাকা আর আসল ও খাঁটি আয়াতগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা এক ব্যাপার নয়। এখানে যেটা বলা হচ্ছে তা হলো, এই আয়াতগুলির অপব্যাখ্যা যেন না দেয়া হয়। এবং এটা বিশেষ করে প্রযোজ্য যখন এই ব্যাখ্যাগুলি যেগুলি প্রখ্যাত পন্ডিতগণেরা দিয়ে গেছেন এবং যেগুলি প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যা সেগুলির সংগে সংগতিপূর্ণ না থাকে।

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আমাদের শেষ দিন কেমন হবে সে নিয়ে কোরানে অনেক আয়াত আছে। আজকের খুতবায় এই বিষয়ে আমি দুইটি কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাইঃ

প্রথমটি হল, আমাদের শেষ বিচারের দিন হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কর্তৃক জারিকৃত তাঁর বান্দাদের ওপর ধার্য একটি পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষা। আসলে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা পরীক্ষা করতে চান ভাল কাজে তাঁর বান্দারা কে কার চেয়ে অধিক পারদর্শী। সুরা আল মুলকের ২ নম্বর আয়াতে তিনি বলেছেন,

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴿٢﴾

অর্থঃ যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।

এই পৃথিবীতে আমাদের পর্যটনের লক্ষ্য হল আমাদের ধর্মবিশ্বাসকে মজবুত করে তোলা, ন্যায্য ও ভাল কাজ বেশী করে করা এবং যে কোন দুঃসময়ে বা পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে ধৈর্য ও মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থেকে স্থির ও নমনীয় থাকা। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী থেকে সর্বদা অভিযোগ করা বা আমাদের ভাগ্যকে দোষারোপ করা ঠিক না। বরং যে কোন দুঃসময়ে আমাদের উচিত মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সংগে আমাদের সংযোগ আরো দৃঢ় করা এবং আরো অধিক প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের সংগে তাঁর কাছে থেকে এইসব সমস্যার সমাধান চাওয়া।

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

অন্তিম সময় বা আমাদের শেষ দিন সম্পর্কে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসালাম) যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা থেকে আমরা সবাই দ্বিতীয় যে জিনিসটি শিখতে পারি তা হ'ল এটা আমাদেরকে পরকালের প্রস্তুতি নিতে স্মরণ করায়। এর মাধ্যমে আমাদেরকে ভাল কাজের পরিমান বৃদ্ধি করতে, দয়ালু হতে, এবং সমগ্র মানবতার জন্য সুফল বয়ে আনতে স্মরণ করানো

হচ্ছে। শেষ বিচারের দিন আসন্ন জানার পরেও আমাদেরকে ভাল কাজে অবদান রাখার এবং ভাল কাজ করার উদ্যম বজায় রাখতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) যা আমাদেরকে স্মরণ করিয়েছেন তা ইমাম আহমেদ বর্ণিত একটি হাদিসে উল্লেখ আছে যার অর্থঃ

"যদি শেষ বিচারের দিন আসন্ন হয়, এবং তোমাদের কারও একজনের হাতে একটি বীজ থাকে, এবং শেষ বিচারের দিনের আগেই যদি সে তা বপন করতে পারে, তাহলে তাকে তা করতে দাও"।

আমাদের নবী (সঃ) আমাদের জন্য অনেক মূল্যবান নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। সব সময় এবং যে কোন পরিস্থিতিতে ভাল এবং ন্যায়নিষ্ঠ কাজ করার চেষ্টা বজায় রাখার জন্য তিনি উৎসাহিত করেছেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ইতিবাচক ও আশাবাদী মানসিকতা তৈরী করেছেন।

কাজেই, আমার ভাই ও বোনেরা, আসুন আমাদের ধর্মীয় বিধানগুলি থেকে আমরা আরও জ্ঞান অর্জন করি এবং সঠিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করি। আমাদের মধ্যে যাঁরা বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত আছেন তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ নিন। আমরা যখন এই চ্যালেঞ্জিং সময় পাড়ি দিচ্ছি, আসুন আমরা আমাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করি, ধর্মের প্রতি আমাদের অনুরাগ শক্তিশালী করি, এবং সমগ্র মানবতার জন্য ভাল কাজ করা অব্যাহত রাখি। আমরা একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করি, তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি, এবং তাঁর কাছেই আমরা প্রত্যাবর্তন করব।

আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা’আলা যেন আমাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করেন, আমাদেরকে অপরিসীম ধৈর্য দান করেন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভাল কাজ করায় অবিচল থাকতে সাহায্য করেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضلِهِ يُعطِكُم، وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ، وَاللهُ يَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ.